শিশুদের দিনকাল
আশরাফুল মান্নান

প্রকাশক ঃ
আমানুল্লাহ কবীর
৩৮ নর্থ সার্কুলার রোড,
ভূতের গলি, ঢাকা
বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশকাল ঃ
৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ ইং
২৮ মাঘ ১৩৯২বাঙলা।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
মীর শহীদ

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
মরিয়ম বেগম

দ্বিতীয় প্রকাশ
ইন্টারনেট সংস্করণ

প্রকাশক ঃ
দেওয়ান আবদুল বাসেত

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ / সউদী আরব।

প্রকাশকাল ঃ
এপ্রিল ০৬, ২০০৬ইং
২৩ চৈত্র, ১৪১২বাঙলা

কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজ ঃ
বৃষ্টি / নদী

প্রকাশ ও বিশ্বব্যাপী প্রচারিত ঃ
মরুপলাশ ডট কম

Email : marupalash@gmail.com
marupalash@yahoo.com
www.marupalash.com

ছড়াকার আশরাফুল মান্নান

সম্পাদক ও প্রকাশকের কিছু কথা...

তখন ১৯৮৯ সাল। দেশ তখন স্বৈরশাসকের যাতাকলে পিষ্ট! চারদিকে থমথম ভাব। স্বৈরশাসকবিরোধী গণআন্দোলনের প্রস্তুতি তখন সম্পন্ন প্রায়। ঠিক তখনি গিয়েছিলাম ছুটিতে। স্বদেশে কাটিয়েছি মাস খানেক। এরই মধ্যে অনেক খবরের জন্ম হয়েছে আমাকে ঘিরে মানে আমার **মরুপলাশ** এবং প্রথম প্রকাশিত ছড়াগ্রন্থ '**কিচিরমিচির**' কে নিয়ে। তখন বাংলা একাডেমীতে চলছে একুশের বইমেলা। একদিকে বইয়ের প্রকাশনার কাজ অন্যদিকে বিটিভি-তে কবি আসাদ চৌধুরীর **প্রচ্ছদ** অনুষ্ঠানে সাক্ষাতকারের প্রস্তুতি। যার ব্যাবস্থা করেছিলেন সুদুর কুমিল্লা থেকে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর হেলালউদ্দিন আহমেদ।

খ,ম হারুন প্রযোজিত কবি আসাদ চৌধুরীর কাব্যময় উপস্থাপনায় তখনকার সুধীজন সমাদৃত শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক বিটিভি র ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান **প্রচ্ছদ** এ সাড়ে চারমিনিটের একটি সাক্ষাৎকার নিলেন কবি আসাদ চৌধুরী। যা প্রচারিত হয়েছে (০১ এপ্রিল ১৯৮৯ইং তারিখের রাত ৯টায়) পরদিন মানে ০২ এপ্রিল'৮৯ ঢাকার পারাবত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর আয়োজনে শাহবাগ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে **কিচিরমিচির** ছড়াগ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব। যার প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আশরাফ সিদ্দিকী, কবি আসাদ চৌধুরী এবং প্রফেসর হেলাল উদ্দিন আহমদ। সেই অনুষ্ঠানে ঢাকার অনেক প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। যাদের মাঝে ছড়াকার আশরাফুল মান্নান ও ছিলেন। সেদিনই ওনার সঙ্গে পরিচয় এবং সময়ে একই আত্মার আত্মীয় হয়ে যাই।

সেই এপ্রিল'৮৯ মাসের ১৩ তারিখে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে আমাকে সংবর্ধনার আয়োজন করেন তরুণ কবি ও ছড়াকার আ ফ ম হেলালউদ্দিন পাটওয়ারী এবং প্রফেসর হেলালউদ্দিন আহমদ।

ছড়াকার আশরাফুল মান্নান এর নিকট আমি এক সমুদ্র ঋণে আবদ্ধ। তাই আজ সুযোগ পেয়ে সেই ঋণ স্বীকার করতে পেরে নিজকে কিছুটা হালকা অনুভব করছি। আমি তখন ১৯৯০এর উপসাগরীয় যুদ্ধের স্পাড্ মিজাইলের রেঞ্জের মধ্যে আটকা পড়ি রিয়াদে। সকল বিমান চলাচল বন্ধ। দেশে যাবার কোন সুযোগই নেই। ঠিক এ সময়েই ছড়াকার আশরাফুল মান্নান ও তাঁর গিন্নি মরিয়ম ভাবীর তত্ত্বাবধানে ঢাকার মগবাজারের একটি ক্লিনিকে আমার প্রথম তনয়া **বৃষ্টি**র জন্ম।
প্রথম পরিচয়েই ছড়াকার মান্নান আমাকে অনেকগুলো **শিশুদের দিনকাল** এর কপি দিয়েছিলেন। যা আমি রিয়াদে অনেকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করি। যেমন করেছিলাম **কিচিরমিচির** ছড়াগ্রন্থের কপিও। আজ এতোগুলো বছর পরে এসে ঠিক সেই ১৮৮৯ সালের মতো একই মাস এপ্রিলে'০৬ইং বন্ধুবর ছড়াকার আশরাফুল মান্নান এর **শিশুদের দিনকাল** এর ইন্টারনেট সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে এক অন্তবিহীন ভালো লাগায় মনটি ভরে উঠেছে।

ছড়াকার আশরাফুল মান্নান এর ছড়া এবং আমার কিছু ছড়া রিয়াদের বাংলা স্কুলের কঁচিকাচা বাচ্চারা বার বারই তাদের নামে স্কুল ম্যাগাজিনে দিয়েছে। ম্যাগাজিন সম্পাদক তথা

সম্পাদকমন্ডলীর বিজ্ঞ (!) জনেরা তা অবলীলায় প্রকাশও করে দিয়েছেন। দেখেশোনে ভালোই লাগছে এজন্য যে, বাচ্চাদের মনে আমাদের দুজনের ছড়া ছন্দতালে প্রবলভাবে দোলা দিয়েছে এবং তাদের ভাবতে শিখিয়েছে যে ওই ছড়াগুলো তাদের প্রিয় ছড়া। তাই তারা নিজের নামেই তা ম্যাগাজিনে দিয়েছে। আর খারাপ লাগছে এ জন্য যে, তাদের সৃজনশীল মানসিকতা গড়তে অক্ষম, অথর্ব সম্পাদক তথা সম্পাদক মন্ডলীর মহাপ্রাণ (!?) ব্যক্তিগন বাচচাদের শিখিয়েছেন **পরের ধনে পোদ্দারী** করার কায়দা-কানুন!! ...স্যাম! স্যাম!!... শিশুদের দিনকাল ইন্টারনেট প্রকাশের এটাও একটা প্রধান কারণ বলা যায়।

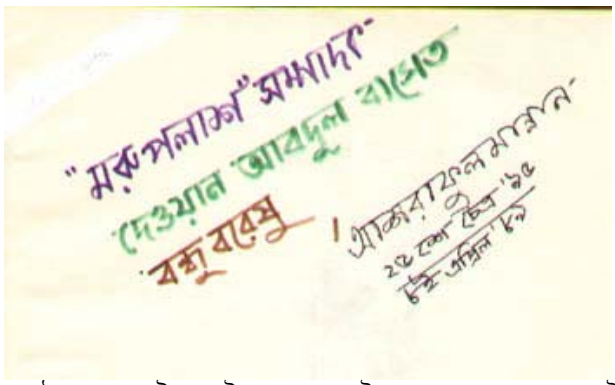

মরুপলাশ এর পাঠকবন্ধুদের উদ্দেশেই আমাদের এই আয়োজন। মরুপলাশ ডট কম একজন নিভৃতচারী, প্রথিতযশা ছড়াকারের এ গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। গ্রন্থকারকেও আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি তাঁর গ্রন্থখানি ইন্টারনেট সংস্করণ প্রকাশে মরুপলাশ ডট কম কে উৎসাহিত করার জন্যে। এক আকাশ ভালোবাসা থাকলো লেখকের জন্য। পাঠকদের মতামত একান্তই কাম্য।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ, রুপসী চাঁদপুর, মোহনা
রিয়াদ, সউদী আরব।
০৬ এপ্রিল ২০০৬ইং
২৩ শে চৈত্র ১৪১২ বাঙলা।

যে সকল ছড়া কবিতাগুলো শিশুদের দিনকাল গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে...

দুঃখ / তাদের কথা ভাবলে / শিশুদের দিনকাল / একটু / আমার শিশু / সবাই বলে / শিশুর জীবন / চালক / শিশু ও স্বাধীনতা / শিশু ও শিশুপার্ক / শিশুবর্ষ / অভাব /পণ্য / ধমক / খাবার / পার্থক্য / অনাদর / অপরাধ / কষ্ট / শীতের রাতে / ভাই বোনের গল্প / স্বদেশের গৌরব / ঘুম তাড়ানো ছড়া / যেদিন বড় হবে / কবে

প্রথম প্রকাশে ছড়াকার তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে যা লিখেছিলেন...

শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আশরাফ হোসেন পন্ডিত যাঁর অভাবে অনেকটা 'শিশুদের দিনকাল'- এর মতোই কেটেছে আমার দিনকাল। মা না থাকলে লেখা-লেখির চর্চাও হয়তো বন্ধ হয়ে যেতো অকালে।

মরিয়ম বেগমের সহমর্মিতা আমাকে করেছে ধন্য। 'শিশুদের দিনকাল' তার উৎসাহ ও সহযোগিতার ফসল। যে মুহূর্তে আমি 'শিশুদের দিনকাল' নিয়ে গভীর ভাবে ভাবছি, সে মুহূর্তে আমার ঘরে জন্ম নিলো আমার আদরের ছন্দামণি। আমি হলাম প্রকৃতই একজন শিশুর পিতা। আনন্দ ও উদ্বিগ্নতা কোনটিই এখন আমার কম নয়। আমি চাই, বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল ছন্দামণির দিনকাল হাসি-খুশিতে ও সুখ-আনন্দে ভরে উঠুক।

দুঃখ

আমার বুকে দুঃখে কাঁদে লক্ষ শিশুর দল
ব্যর্থ মনের কষ্ট নিয়ে ঝরায় চোখের জল।
চোখের জলে ভিজলে আমার স্বপ্ন রঙিন বুক
অকাল-ঝরা ফুল পড়ে রয় নীরব নিথর মুক।
সাত-সকালে ঝরতে দেখে সদ্যফোটা ফুল
নতুন দিনের ভাবনাগুলো বাস্তবে হয় ভুল।
হঠাৎ তখন থামলে চেনা পাখির কলরব
নদ-নদী আর ফুল পাখিদের নাম ভুলে যাই সব।

তাদের কথা ভাবলে

আমার দেশের দুঃখী শিশুর
জীবন চলার ছন্দ নেই
শুকনো মলিন সেই শিশু ফুল
তাতে মিঠেল গন্ধ নেই।

তাদের কথা ভাবলে আমার
ভীষণ রকম কষ্ট হয়
ঘুম পাড়ানো ছন্দ ছড়ার
ভাবনাগুলো নষ্ট হয়।

যখন দেখি সেই শিশুদের
চোখ জলে টলমল করে
মন ভোলাতে খারাপ লাগে
মজার ছড়ায় ছল করে।

শিশুদের দিনকাল

আমাদের শিশুরা অকালেই মরছে
কুঁড়িতেই শত ফুল নীরবেই ঝরছে
নেই কারো দৃষ্টি
মমতার বৃষ্টি।

শিশুদের প্রাণ খোলা হাসি নেই মুখটায়
নিদারুণ শোক জ্বলে নিস্পাপী বুকটায়
ওরা তাই কাঁদছে
কেঁদে বুক বাঁধছে।

আমাদের শিশুরা চায় শুধু বাঁচতে
বুক ভরা সুখ নিয়ে খেলতে ও নাচতে
বুক আছে সুখ নেই
ফুল ফোটা মুখ নেই।

আমাদের শিশুরা ঠিকমতো খায় না
দুধ ভাত দুরে থাক নুন ভাত পায় না
খালি পেট জ্বলছে
ক্লান্তিতে টলছে।

নিরুপায় শিশুরা ঝুলি নেয় ভিক্ষার
জীবনের শুরুতেই পায় শুধু ধিক্কার
অভাবের লাজ নেই
করবে কি কাজ নেই।

আমাদের শিশু চায় লিখতে ও পড়তে
চায় সবে মুক্ত এ দেশটাকে গড়তে
ভাগ্যটা মন্দ
বই পড়া বন্ধ।

আমাদের শিশুরা নিঃস্ব ও দুস্থ
অষুধের অভাবে রয় না যে সুস্থ
ভিটামিন খাদ্য
নেই খেতে সাধ্য।

অসহায় শিশুরা রোগ শোকে ভুগছে
মরনের ফাঁদে আজ ক্রমশই ধুঁকছে
স্বাস্থ্যটা নষ্ট
হায় কি যে কষ্ট!

শিশুদের ফ্রক জামা পায়জামা নেই গায়
জুতো বা চপ্পল কিছুই আজ নেই পায়
হাত পা ও ঠ্যাংটা
রয় সবই ল্যাংটা।

আমাদের শিশুরা হিম শীতে কাঁপছে
সকালের রোদে স্বাদ-মিঠা তাপ মাপছে
নেই কাঁথা কম্বল
সূর্যই সম্বল।

আমাদের শিশুরা কাজ খুঁজে হাঁটছে
কারখানা বাসা আর হোটেলেই খাটছে
তার কোন দাম নেই
কর্মেরও নাম নেই।

শিশুদের সাধ জাগে আকাশে উড়তে
ঝঞ্জাটে কাজ রেখে চায় শুধু ঘুরতে
সে সুযোগ পায় কই
কাজ ফেলে যায় কই?

শিশুদের ঠিকানা ফুটপাত ও বস্তি
দিন-রাতে কখনও নেই সুখ স্বস্তি
খালি গা'র চামড়ায়
মশা খুব কামড়ায়।

সাধারণ শিশুদের নেই শিশু বর্ষ
নেই তাতে জীবনের কোন উৎকর্ষ
ফাংশন ও উৎসব
করে যায় ভূত সব।

সুখ চেয়ে শিশুরা কাঁদে যেই-ধমকাই
ভয়-ভীতি দেখিয়ে মনটাকে চমকাই
তাই কথা কয় না
যন্ত্রণাও সয়না।

রেডিও টিভিতে শিশুদের নাই চাঞ্চ
অডিশন দিয়ে কেউ পায় যদি বাইচাঞ্চ
বাঁধা পায় উড়তে
ফুল হয়ে ফুটতে।

এই ভাবে শিশুরা কতদিন চলবে
বঞ্চনা-বেদনায় ঝরবে ও জ্বলবে
কবে ফুল ফুটবে
দেশ গড়ে উঠবে?

শিশুদের দিন ফিরে নিশ্চয়ই আসবে
প্রাণ খুলে দুখিমুখ খলখলি হাসবে
কান পেতে শুনছি
সেই দিনই গুণছি।

একটু

একটু সেবা আদর পেলেই
জীবন যাদের ধন্য হয়
একটু সুযোগ পেলেই যারা
অনেক ভালো গণ্য হয়।

একটু পরার কাপড় পেলেই
সত্যি যারা তুষ্ট হয়
একটু খাবার পেলেই যাদের
রুগ্ন শরীর পুষ্ট হয়।

একটু জা'গা পেলেই যারা
একটু মাথা গুজতে চায়
একটু থেকেই অনেক সুখ ও
শান্তি যারা খুঁজতে চায়

আজকে তারা একটু থেকেও
ভীষণ ভাবে বঞ্চিত
তাদের মনে একটু করেই
হচ্ছে ব্যথা সঞ্চিত।

আমার শিশু

আমার শিশু একটুখানি সুযোগ পেলে
হতেই পারে অনেক বড় কবি
রং-তুলিতে আঁকতে পারে মানুষ নদী
ফুল পাখি আর বাংলাদেশের ছবি।

আমার শিশু একটুখানি সুযোগ পেলে
হতেই পারে অনেক জ্ঞানী পাঠক
সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী বা ক্রীয়ামোদী
লিখতে পারে গল্প ছড়া নাটক।

আমার শিশু একটুখানি সুযোগ পেলে
হতেই পারে নামকরা এক গায়ক
উচ্চমানের সমাজসেবী বুদ্ধিজীবি
সাংবাদিক আর দেশের সেরা নায়ক।

সবাই বলে

সবাই বলে এই ছেলেটার কণ্ঠ ভালো
গান গেতে সে পারবে ঢাকার বেতারে
বাজনাতে তার এই বয়সে হাতটা ভালো
হতেও পারে শ্রেষ্ঠ বাদক সেতারে।

এই ছেলেটা দেখতে যেমন বুদ্ধি তেমন
বেতার টিভি তারোকাদের লিষ্টিতে
নাম লেখাতে পারবে ঠিকই ভবিষ্যতে
পড়বে দেশের লক্ষ চোখের দিষ্টিতে।

এই ছেলেটার শিল্পী হবার সুযোগ মিছে
বাস করে সে অজ পাড়ার গন্ডিতে
ভাগ্যদোষে সবার আশা গাঙ্গে ফেলে
অবশেষে চাকরি নিলো লন্ড্রিতে।

শিশুর জীবন

যেই শিশুরা খেলবে এবং হাসবে
বাঁধন হারা খুশির স্রোতে
স্ফূর্তিতে সব ভাসবে
তাদের ঘাড়েই ঝুট ঝামেলা চাপছে
কাজের ভারে কষ্টে তারা
টলছে এবং কাঁপছে।

যেই শিশুরা পাখির মতো উড়বে
স্বাধীন ভাবে হল্লা করে
নাচবে খাবে ঘুরবে
সেই শিশুরা এখন ভীষণ ব্যস্ত
দুর্ভাবনার জীবন তাদের
কঠিন কাজে ন্যস্ত।

চালক

স্বপন তপন স্বজনহারা বালক
এই বয়সেই রিকসা গাড়ির চালক।
রিকসা চালায় ব্যস্ত শহর ঢাকায়
এখন থেকেই ঘুরছে জীবন চাকায়।
স্বপন তপন সর্বহারা বালক
এই জীবনে নিজেই নিজের চালক।
কষ্ট করে জোটায় বাঁচার উপায়
চায় না কারো ধরতে দু'হাত ও পায়।

শিশু ও স্বাধীনতা

আমার দেশের লক্ষ শিশু
সত্যি বলো জানে কি
একাত্তুরের রক্তে পাওয়া
স্বাধীনতার মানে কি?
স্বাধীন মানে আমরা জানি
শান্তি সুখে বাস করা
দেশের বুকে লক্ষ কোটি
রঙিন ফুলের চাষ করা।
সেই কথাটি বুঝবে শিশু
দুই বেলা ভাত খায় যদি
বাঁচার মতো বাঁচতে তারা
একটু সুযোগ পায় যদি।

শিশু ও শিশুপার্ক

লক্ষ টাকার পার্ক হয়েছে ঢাকায়
গরীব শিশু বাইরে থেকেই তাকায়।
করবে কি আর, হাত দু'টি যে ফাঁকা
টিকেট কেনার নেই যে দু'টি টাকা।
পার্কে ঢোকার পায় না সুযোগ তারা
তাদের কথা ভাবছো এখন কারা?

জন্ম যাদের বিলাসবহুল সুখে
পার্কে আসে তারাই রঙ্গিন মুখে।
যাদের দেখি ভাত জোটে না পেটে
কান্না ঝরে দুঃখে দু'চোখ ফেটে
পার্কে এসে ভীড় করে না তারা
তাদের কথা ভাবছো এখন কারা?

শিশুবর্ষ

আমরা সবাই পালন করি
বিশ্ব শিশু বর্ষ
নিঃস্ব শিশুর কল্যাণে দেই
মঞ্চে পরামর্শ।

বোঝাই শুধু বক্তৃতাতে
আমরা পারদর্শী
বিশ্ব শিশু বর্ষ শেষে
কাঁদাই শিশু পড়শী।

অভাব

মায়ের পেটে ভাত জোটে না
দুধের শিশু খাবে কি
রুগ্ন মায়ের বুক থেকে সে
পুষ্টি খুঁজে পাবে কি?

মায়ের বুকে দুঃখ অনেক
দারুণ ক্ষুধায় কাঁদে সে
শিশুর মুখে কষ্টে তবু
বুকের খাবার সাধে সে।

সেই খাওয়াতে পেট ভরে না
তাই তো শিশু বাঁচে না
বেঁচেও তারা ফুলের মতো
মুক্ত হাওয়ায় নাচে না।

পণ্য

আমাদের শিশুরা অসহায় বাবা মার
খাবারের জন্য
এক কুঁড়ি টাকাতেও হয় যেন দেশে আজ
বাজারের পণ্য।

আদরের উদরের নিস্পাপী শিশুদের
বেঁচে দেয় অর্থে
পরিচয় অভিনয় হয় যেন উদরের
এই লেখা শর্তে।

ধমক

আমলা বাড়ি মন্ত্রী গেলে
হরেক রকম বাত্তি জ্বেলে
লক্ষ টাকার খাবার ঢেলে
দেখায় বেজায় চমক,
একটি ভূখা শিশু গেলে
ভেতর থেকে খবর পেলে
ঘাড় ধরে দেয় দুরে ঠেলে
লাগায় ভীষণ ধমক।

খাবার

মেম সাহেবের ভোজসভাতে
এক নিমিষেই
লক্ষ টাকা সাবাড়
কাল্লু মিয়ার ছোট্ট শিশু
কষ্টে কেঁদেও
পায় না দিনে খাবার।

পার্থক্য

বাবুদের কুকুরেও পেট ভরে খেতে পায়
তাই তারা কখনও
ভাত রুটি খোঁজে না
হা-ভাতের জ্বালা কি
কোন দিন বোঝে না।

হাবুদের পোলাপান দিনে দুই মুঠো ভাত
খেতে চায়, তবু হায়
ঠিক মত জোটেনা
তাই তারা তরতাজা
ফুল হয়ে ফোটে না।

অনাদর

আমার কথা কেউ ভাবে না
কেমন করে এই শহরে
কষ্ট বুকে ধারণ করে চলছি
চলতে পথে লড়াই করে
রাত্রি দিনে অসুখ নিয়ে
কেমন তরো ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছি।

কেউ বলে না কোথায় থাকিস
কোন ঠিকানায়? সত্যি করে
লক্ষ্মী বাছা আমায় খুলে বলতো
খাবার খুঁজে হন্যে হয়ে
কষ্ট করে চলবি কত
তারচে' বরং আমার সাথে চলতো।

আদর করে কেউ বলে না
দুই বেলা ভাত খাবার দেবো
কাপড় জুতো সবাই দেবো পরতে
লেখাপড়ার খরচ দেবো
অসুখ হলে অষুধ দেবো
নষ্ট জীবন নতুন সাজে গড়তে।

অপরাধ

সেই দিন দেখেছি
চৌতলা বাসার এক মোটা সাব
রোগা এক ছেলেকে খুব করে বেঁধেছে
ভয় পেয়ে ছেলেটা
বুক ফাটা চিৎকারে আহারে
বাবাগো, খোদাগো বলে খুব কেঁদেছে।

তারপরও মোটা সাব
ছেলেটার কান ধরে চুল টেনে
গাল মুখ ও বুক পিঠে কিল ঘুষি মেরেছে
ছোট লোক নটীবয়
বাংলা ও ইংরেজী মিশিয়ে
যা আসে মুখে তার গাল বুলি ছেড়েছে
খোঁজ নিয়ে জেনেছি
ছেলেটার অপরাধ কাহিনী
ফুল কিছু তুলেছে কাক ডাকা সকালে
সাধ ছিল দেবে তা'
একুশে শহীদের মিনারে
তাই বুঝি মার খেলো শিশু ফুল অকালে।

কষ্ট

যুদ্ধে বাবার জীবন গেছে
সেই জীবনের মুল্য কেউই
স্বাধীন দেশে দেয় না
তার ছেলেটা কষ্টে আছি
কেউ তো ডেকে আদর করে
বুকের কাছে নেয় না।

শীতের রাতে

এই ছেলেটার কাটবে কোথায়
শিশির ঝরা ঠান্ডা শীতের রাত
এমন রাতে জোটবে কোথায়
দারুণ ক্ষুধার একটি থালা ভাত?

কেউ দিলনা একটু খাবার
কিংবা কোন একটি ছোট কাজ
একটুখানি গুজতে মাথা
কোথাও কোন ঠাঁই পেলোনা আজ।

এই ছেলেটা শীতের রাতে
কোথায় যাবে? নেইতো বাড়ি ঘর
হিমেল হাওয়ায় কাঁপছে শরীর
বইছে মাথায় দুর্ভাবনার ঝড়।

ভাই বোনের গল্প

ছেলেটার বাবা মা বেঁচে নেই কেউ
ছিল তার বড় ভাই মরেছে সেও।

আছে এক ছোট বোন সখি নাম তার
দুই জনে বাস করে যমুনার পাড়।

একরাতে যমুনার ঢেউ ফাঁপা ঝড়
নেয় ভেঙ্গে গুড়মুড়ি সখিদের ঘর।

গ্রাম ছেড়ে শহরে ভুলে সব লাজ
নেয় খুঁজে ছেলেটা ভারটানা কাজ।

বাবুদের বোঝা বয়, টাকা যা পায়
ভাইবোনে একসাথে ফুটপাতে খায়।

এইভাবে সুখ-দুখে চলে হররোজ
একরাতে হলো না ছেলেটার খোঁজ।

বোন কাঁদে, দাদুরে, ফিরে তুই আয়
আজ কেন দেরী তোর, কোন ঝামেলায়?

দাদু তার ফেরেনি ফুটপাতে আর
প্রাণ কেড়ে নিয়েছে বাবুদের 'কার'।

স্বদেশের গৌরব

আমাদের শিশুরা ফুল মালা সৌরভ
আদরের রত্ন
পায় যদি যত্ন
নিশ্চিত বাড়াবে স্বদেশের গৌরব।

আমাদের শিশুরা আগামীর সৈনিক
পায় যদি সত্যি
ভাত রুটি পথ্যি
দেশটাকে সাজাবে কাজ করে দৈনিক।

ঘুম তাড়ানো ছড়া

এখন তুমি পড়াও মাগো
অন্য রকম পড়া
কান্না ভুলে শিখবো আমি
ঘুম তাড়ানো ছড়া।

মিষ্টি ছড়ায় আদর করে
অনেক বছর ধরে
মন ভুলিয়ে ঘুম এনেছো
আমার দু'চোখ ভরে।

ক্ষুধার জ্বালায় যেই কেঁদেছি
খাবার দেরী হলে
চুপ রেখেছো বগী বাঘের
মিথ্যে ভয়ের ছলে।
ভাল্লাগে না ওসব, ওতে
হয় না জীবন গড়া
এবার থেকে শিখবো আমি
ঘুম তাড়ানো ছড়া।

যেদিন বড় হবে

তোমরা যেদিন অনেক বড় হবে
সেদিন মনে ভয়-ভীতি সব রাখবে না
বুকের ভেতর সাহস বেঁধে ল'বে
আঘাত পেয়ে চুপটি সেদিন থাকবে না।

ছোট্ট বলে এখন না হয় স'বে
মুখটি খুলে কিছুই কারো বলবে না
দুঃখ পেলেও নীরব হয়েই রবে
সময় হলে এমনটি আর চলবে না।

তোমরা সেদিন কষ্ট বুকে পেলে
স্বচ্ছ চোখে বৃষ্টি ডেকে আনবে্ না
লড়বে মনে দীপ্ত শপথ জ্বেলে
ফুলের স্বদেশ গড়তে বাঁধা মানবে না।

কবে

সেদিন কবে আসবে
দুঃখিনী মার ল্যাংটা ভূখা
রুগ্ন শিশু হাসবে?

একাল কবে টুটবে
সর্বহারা নিঃস্ব শিশুর
খাদ্য-কাপড় জোটবে?

এ রাত কবে ঘুচবে
নতুন দিনের আলোয় শিশু
চোখের পানি মুছবে?

সবাই কবে লড়বে
বাঁচার মতো বাঁচতে শিশুর
একটি স্বদেশ গড়বে।

সমাপ্ত